০৭-০৪-১৭ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা — ২১ জন্মের জন্য রাজত্ব প্রাপ্ত করতে হলে জ্ঞান ধনের দান করো, স্বয়ং ধারণা করো তারপর অপরকেও ধারণা করাও ।"

প্রশ্ন :- চলার পথে কি কারণে গ্রহের দশা এসে বসে ?

উত্তর :- শ্রীমত সম্পূর্ণ ভাবে অনুসরণ করে না বলে গ্রহের দশা এসে বসে । যদি নিশ্চয় বুদ্ধি হয়ে একমতে সর্বদা চলতে থাকো তাহলে তো গ্রহদশা লাগতে পারবে না, সর্বদা কল্যাণ হতে থাকবে। যারা দেরি করে এসেছে তারাও অনেক এগিয়ে যেতে পারবে । এ তো এক মুহূর্তের খেলা । যদি বাবার হয়ে গেছ, সুতরাং তাঁর উত্তরাধিকারের অধিকারী হলে। সুখ বলয়ের বর্সা(উত্তরাধিকার) প্রাপ্ত হয়ে যাবে । কিন্তু তার জন্য সর্বদা শ্রীমত অনুসরণ করতে হবে ।

গান :- তুমি তো প্রেমের সাগর, আর আমরা তার এক বিন্দুর পিয়াসী....
(তু প্যার কা সাগর হ্যায়....)

ওম্ শান্তি । ওম্ শান্তির অর্থ বাচ্চাদের তো বারবার বোঝানো হয়েছে । ওম্ অর্থাৎ অহম্ আত্মা মম শরীর(আমি হলাম আত্মা আর এই হল আমার শরীর) । বাবা বলবেন - ওম্ (অহম্-আত্মা) সে-ই পরমাত্মা । ওঁনার কোনো শরীর নেই কেননা উনি হলেন সকলের পিতা । তোমরা এমন বলবে না যে আমরা আত্মা সে-ই পরমাত্মা । এটা অবশ্য ঠিক — অহম্ আত্মা পরমাত্মার সন্তান । এছাড়া যে অহম্ আত্মা সে-ই পরমাত্মা বলাটা একদম ভুল হয়ে যায় । বাচ্চারা তোমরা বাবাকে তো জান । এটাও জানো যে এ হল পুরোনো দুনিয়া । নতুন দুনিয়াকে সত্যযুগ বলা হয় । কিন্তু সত্যযুগ কবে হবে, তা বেচারারা জানে না । ভাবে যে কলিযুগ তো এখনও ৪০ হাজার বছর অবধি থাকবে । বাচ্চারা তোমরা জানো যে আমরা শ্রীমত অনুসরণ করে নতুন দুনিয়ার স্থাপন করছি । বাবা বলছেন যে আমি তোমাদের দ্বারা নতুন দুনিয়ার স্থাপনা করাচ্ছি । তোমাদের দ্বারা বিনাশ করাই না । সেই তোমরাই হলে শিব শক্তি প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ নিঃসৃত (জন্ম গ্রহণ) বংশধর , অহিংসক শক্তি সেনাবাহিনী । তোমরাই হলে বাবার থেকে বর্সা (উত্তরাধিকার) প্রাপ্ত করার অধিকারী । তোমরাই হলে সেই ব্রাহ্মণ যারা শ্রীমত প্রাপ্ত করেছো । তোমরা কাম বিকার থেকে জয় প্রাপ্ত করে থাকো, সেই জন্যই তো এখানে কেউ আসলে তাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে যদি তোমরা কাম বিকার থেকে জয় লাভ করে থাকো তাহলেই বাবার কাছে আসবে । নিজের সন্তান আর সৎ সন্তান যেমন হয়। নিজের সন্তান কখনো বিকারের পথে যেতে পারে না ।এখন আমরা বাবাকে পেয়েছি, যিনি জ্ঞানের সাগর । কৃষ্ণকে জ্ঞানের সাগর বলা যাবে না । শিববাবার মহিমা আর দেবতাদের মহিমা একদম আলাদা সবার থেকে । দেবতাদের মহিমা হল সম্পূর্ণ নির্বিকারী । শিববাবাকে বলা হয় মনুষ্য সৃষ্টির বীজরুপ, সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ, জ্ঞানের সাগর। এই শরীর প্রথমে জড় থাকে, তারপর যখন শরীরে আত্মা প্রবেশ করে তখন চৈতন্য আসে । এই মনুষ্য সৃষ্টি রূপী ঝাড়ের উৎপত্তি কেমন করে হয়েছে, সেটা কেবলমাত্র বীজরুপ বাবা-ই জানেন । উনি তোমাদের জ্ঞান প্রদান করছেন । বাবা বলেন, "তোমাদের সামান্য জ্ঞান দিলেই তোমরা পুরানো দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়ায় চলে যাও । তাকেই শিবালয় বলা হয়" । শিববাবার দ্বারা স্থাপনা করা স্বর্গ, যেখানে চৈতন্য দেবতাগণ নিবাস করে থাকেন । ভক্তি মার্গে

ওনাদেরকেই মন্দিরে স্থাপনা করা হয়েছে । তোমরা হলে সত্যিকারের আধ্যাত্মিক (রুহানি) ব্রাহ্মণ । তোমাদের শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা আপন করে নিয়েছেন । এই জাগতিক ব্রাহ্মণেরা যদিও বলে থাকেন যে আমরা হলাম মুখ নিঃসৃত বংশধর, তাসত্বেও বলে যে "ব্রাহ্মণ দেবী দেবতায় নমঃ"। কেননা তারা বোঝে যে আমরা হলাম পূজারী ব্রাহ্মণ। আর তোমরা হলেন পূজ্য । বিকারী ব্রাহ্মণেরা নমন করে পবিত্রকে । তোমরা এখন ব্রাহ্মণ হয়েছ, একসময় আসবে তখন আবার তোমরাই বলবে " ব্রাহ্মণ দেবতায় নমঃ ", কেননা এই সময়ে তোমরা পূজ্যরাই আবার পূজারী হয়ে যাও । এ হল খুবই গুহ্য এবং রমণীয় কথা । যারা শ্রীমত অনুসরণ করে চলবে তারাই এই রীতি গ্রহণ করতে পারবে আর অপরকেও গ্রহণ করবার জন্য প্রেরণা দিতে পারবে । যেমন ব্যারিষ্টার, সার্জনেরা যত পড়াশোনা করে ততই ওষুধ বা পয়েন্টস্ বুদ্ধিতে স্থায়ী হয় । উপাধি তো ব্যারিষ্টার হবে কিন্তু তারমধ্যে কেউ লাখপতি হয় আবার কারোর কিছুমাত্র উপার্জন হয় না । এখানে আবার যে যেমন দান কর্ম করবে সে তেমনই ক্রমানুসারে বা নম্বর অনুযায়ী ফেরত পাবে । তাই তো বলা হয় যত বেশী দেবে, তার থেকেও বেশী লাভ করবে (ধন দিয়ে ধন না খুঁটে ...) ওখানে দান করলে অল্পকালের জন্য পরের জন্ম লাভ হবে, ধনীর গৃহে জন্ম হবে । কিন্তু এখানে ২১ জন্মের জন্য রাজত্বের অধিকারী হয়ে যাবে । তোমাদের এই সমস্ত পয়েন্টস্ নোট করে রাখতে হবে । তোমরা কাগজে লেখা দেখে ভাষণ দেবে না, এই সব বুদ্ধিতে ধরে রেখে ভাষণ দিতে হবে । যেমন শিববাবা জ্ঞানের সাগর, পতিত পাবন, তেমনই তোমাদেরকে হতে হবে ।

একটি বাচ্চা লিখছিল যে আমার বাবা শিক্ষক ছিলেন, আপনিও হলেন আমাদের পিতা, শিক্ষক। সেই পিতা হল হদের আর ইনি হলেন বেহদের । বেহদের বাবা বেহদের কথা শোনান । হদের বাবা হদের কথা শোনান । উনি হলেন হদের সুখ প্রদানকারী । হদের সেবা যারা করে তারা সর্বোদয়া নাম রাখে, কিন্তু এটাও মিথ্যা । সর্ব মানে তো সমগ্র দুনিয়ায় দয়া করা। কিন্তু পুরো দুনিয়ার প্রতি তো দয়া করে না । একমাত্র বাবা-ই যিনি সকলের ওপর দয়া করে পবিত্র বানান । পাঁচ তত্বকেও পবিত্র বানান। দুনিয়া তো একটাই। সেটাই আবার নতুন হয়ে আবার পুরানো হয় । ভারতই স্বর্গ ছিল, ভারতই আবার নরক হয় । এমনও না যে বৌদ্ধ ভূখণ্ড, ক্রিশ্চান ভূখণ্ড, স্বর্গ ছিল । একমাত্র বাবা হলেন সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্তিদাতা হেভেনলি গড ফাদার । উনি মুক্তিদাতা, আবার পথ প্রদর্শক, ওনাকে সবাই স্মরণ করে । বাবা বলেন যে, বাচ্চারা সময় খুব অল্প বাকি আছে, এখন দেহ সহ সব কিছু থেকে বুদ্ধি যোগ সরিয়ে নাও । এখন আমরা নিজের বাবার কাছেই যাচ্ছি , তারপর আবার এসে রাজত্ব করব। প্রধান নায়ক নায়িকার চরিত্র হলে তোমরা । যেমন মা বাবা এবং বাচ্চারা হলো সব পুরুষার্থী । পুরুষার্থ করান একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা যিনি অত্যন্ত প্রিয়। ভক্তি মার্গেও ওনাকে স্মরণ করা হয়, কিন্তু ওনাকে জানতে বুঝতে পারে না । ঋষি মুনি ইত্যাদি গণ সব বলতেন যে — রচয়িতা আর রচনা, অনন্ত আর অনন্ত । তাহলে আজকালকার গুরুরা কেমন করে বলেন যে আমিই হলাম পরমাত্মা ! দিলবারা (Dilwara) মন্দিরে আদি দেবের চিত্র আছে , নীচের দিকে কালো পাথরের আর অচলাঘরে সোনার মূর্তি রাখা আছে, নীচে তপস্যা করছে ওপরে স্বর্গ রয়েছে । এই হলো আমাদের স্মৃতি ও স্মরণ । পতিতদের পবিত্র বানানো হয় তাই তো এটা সঙ্গমের যুগ হয়েছে । ভক্তি মার্গের লোকেরা থাকে । বাবা এই শরীরের দ্বারা নিজেকে জড় জগতের মন্দিরের স্মৃতিতে দেখেন । বোঝাচ্ছেন যে — এটা আমার স্মৃতিতে বানানো হয়েছে । তোমরাও নিজের নিজের স্মৃতির ধারণা করো । পূর্বে তো জানতেই না এটা তোমাদের স্মৃতির জন্য । এখন জানতে পারছ যে তোমরা যারা পূজ্য দেবতা ছিলে এবার সেই

আবার পূজারী হয়েছো । আমরা সেই দেবতা, আমরা সেই ক্ষত্রিয়... "আমরা সেই" এর অর্থ তোমরা জানো । নতুন দুনিয়া আবার পুরোনো কেমন করে হয় সেটা জানো । নতুন হলেই পুরোনোর বিনাশ হয়ে যাবে । এখানে তো ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা নিশ্চয়ই হওয়া উচিত । প্রজারা এখানে এখানে রচিত হয় । সূক্ষবতনে তো ব্রহ্মা একাকী বসে আছেন । রচনা রচিত করে সম্পূর্ণ করলেই ফরিস্তা হয়ে যাবে ।

তোমরা হলে প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ নিঃসৃত বংশধর, ব্রাহ্মণ কূলভূষণ । বাস্তবে তোমরাই হলে সর্বোদয়া লিডার । *শ্রীমতের সাহায্যে তোমরা নিজেদের ওপর দয়া করো আর সকলের ওপরও দয়া করো । শ্রী শ্রী শিববাবা বসে বসে তোমাদের "শ্রী" তৈরী করছেন ।* শ্রী শ্রী বাস্তবে একজনকেই বলা হয়ে থাকে । পতিত পাবন, সকলের সদগতি দাতা একজনই আছেন । বাদবাকি এই সব হলো অসত্য , মিথ্যা দুনিয়া । এখানে যা কিছু বলা হয় সেই সব হলো মিথ্যা আর মিথ্যা । রচয়িতা আর রচনার সম্পর্কে মিথ্যা বলে, বাবা সত্য বলেন । এটাকেই সত্য নারায়ণের "কথা" বলা হয়েছে । তোমরা জ্ঞান চক্ষু দিয়ে দেখো কি থেকে কিসে পরিণত হচ্ছো । শ্রীমত অনুসরণ করে যত চলবে ততই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে । বেহদের বাবার থেকেই বেহদের বর্সা প্রাপ্ত হয়, এই জন্যই শ্রীমত ভাগবত গীতা বলা হয় । বাদবাকি শাস্ত্র হলো ওনার রচনা । গীতা হল সব শাস্ত্রের জনক জননী । গীতা খন্ডিত করলে বর্সা কেউ প্রাপ্ত করতে পারবে না । বাচ্চারা তোমরা এই কথা সবই জান । এমনও হতে পারে না যে , যারা পুরানো হয় তারাই বুদ্ধিমান হয় । অনেক নতুনেরা পুরানোদের থেকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় । দেরি করে আসলেও উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয় । সেকেন্ডের বা এক মুহূর্তের খেলা এটা । বাবার হও আর উত্তরাধিকারী হয়ে যাও । যদি কেউ অপেক্ষা করতে না পারে, তাহলে বাবা কি করবেন? *নিশ্চয় বুদ্ধি হয়ে শ্রীমত অনুসরণ করো তাহলেই ব্যাস, সব কিছু হয়ে যাবে ।*যেমন ওখানে উপার্জনের সময়ে অশুভ লক্ষণ দেখা যায়, তেমনই এখানেও অশুভ গ্রহদশা হয় । অশুভ গ্রহদশা হয়ে যায়। কেননা শ্রীমতে চলে না, বাদবাকি সবই খুব সহজ । বাবা মাম্মার সন্তান হলে গহন সুখের বর্সা প্রাপ্ত হয় । *এক-এর মত অনুযায়ী চললে কল্যাণ হয় । যাঁকে তোমরা অর্ধ কল্প ধরে স্মরণ করেছ, এখন তাঁকে তোমরা প্রাপ্ত করেছ, ওঁনাকে ধরে থাকা উচিত, এতে কোনো দ্বিধায় থাকা উচিত নয়।* বাবা বলছেন, - "আবার আমি ড্রামা অনুযায়ী রাজ্য ভাগ্য দিতে এসেছি । আমার মত অনুযায়ী চলতে হবে । বুদ্ধি দিয়ে আমাকে স্মরণ করো আর কোনো কষ্ট আমি দিইনা । স্বর্গের বর্সা তোমরাই প্রাপ্ত করো । কালকে স্বর্গ ছিল, আজ নরক হয়েছে । এখন আবার স্বর্গ বানাতে হবে । কালকে এখানে মালিক ছিলে, আর আজকে ভিখারী হয়ে গেছো । প্রিন্স আর বেগার (beggar) হবার খেলা এটা । কত সহজ কথা । দেহী অভিমানী হও না যে, এর জন্য অনেক মেহনত করতে হয় । সন্ন্যাসীরা বলেন যে তোমাদের যদি ক্রোধ হয় তাহলে মুখে তাবিজ পুরে দাও । এই সমস্ত দৃষ্টান্ত এই সময়ের । ভ্রমরের উদাহরণ এখানের জন্য । বিষ্ঠার কীটকে নিজেদের মতন বানিয়ে দেওয়া হয় , আশ্চর্য ব্যাপার । এটা সত্যি যে এই সময়ে সবাই বিষ্ঠার কীটের মতন হয়ে গেছে । ওদের কানে, তোমরা ব্রাহ্মণীরা গুন গুন করতে থাকো । তার মধ্যে কোনো কোনো ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী ওড়ার যোগ্য হয়ে যায় । আবার কেউ শূদ্র তো শূদ্র ইথেকে যায় । সাপের উদাহরণও এখানকার জন্য । তোমরা নিজেকে আত্মা ভাবো । এই পুরানো চামড়া ছেড়ে, সত্যযুগে নতুন চামড়া নিতে হবে । বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। কিন্তু গীতা কত ছোট ভাবে বানিয়েছে । শ্লোক সমস্ত কন্ঠস্থ করে নেওয়া যায় । সবাই ওঁনার কাছে সমর্পিত হয়ে যায় । গীতা পড়তে পড়তে কলিযুগের অন্তিম চরণ এসে গেছে । সদগতি কেউ প্রাপ্ত করে না । আর আমি তোমাদের সামান্য জ্ঞান দিচ্ছি— তাতেই

স্বর্গে চলে যাচ্ছো । কত মিষ্টি হতে হবে । ধারণা করতে হবে । বিচার সাগর মন্থন করতে হবে । দিনের বেলা কাজকর্ম করো, অনেক উপার্জন হবে । সকাল সকাল আত্মা তরতাজা থাকে । বারংবার অভ্যাসের দ্বারা স্বভাবে দাঁড়িয়ে যাবে । এখন যে করবে সেই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে । "নিশ্চয়ই বুদ্ধি বিজয়ন্তী , সংশয় বুদ্ধি বিনাশন্তী" । বেহদের বাবা প্রাপ্ত হয়েছে , এতে আর কেন সংশয় থাকবে । শিববাবা বিশ্বের অধীশ্বর বানিয়ে দেন, ওঁনাকে কেন বিস্মৃত হবে? এই সমস্ত জ্ঞান রত্নের প্রতি অগাধ ভালোবাসা থাকা প্রয়োজন । মহাদানী বাবা তোমাদের বিশ্বের মালিক বানিয়ে দেন । এই সব জ্ঞানের এক একটা রত্ন লাখ লাখ টাকার । আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি(সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত। রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারনার জন্য মুখ্য সার :-

১) শ্রীমত অনুযায়ী চলে নিজের ওপর নিজেকেই দয়া করতে হবে । সর্ব-দয়াময় হয়ে পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করতে হবে ।

২) অমৃত বেলায় রুহানি রোজগার করে উপার্জন জমা করতে হবে । বিচার সাগর মন্থন করতে হবে।

বরদান :- বাবার ভালোবাসার পালনার দ্বারা সহজ যোগী জীবন গড়ে তোলার জন্য স্মৃতি আর সমর্থী স্বরূপ ভবঃ

সমগ্র বিশ্বের আত্মারা পরমাত্মাকে বাবা বলে সম্বোধন করে কিন্তু পালনা আর পড়াশোনার জন্য যোগ্য পাত্র হতে না । সমগ্র কল্পে তোমরা কিছু সংখ্যক আত্মারা এখন এই সৌভাগ্যের পাত্র হয়েছ। তো এই পালনার প্র্যাকটিকাল স্বরূপ হল — সহজ যোগী জীবন । বাবা তো বাচ্চাদের কোনো অসুবিধাজনক অবস্থা সহ্য করতে পারেন না । বাচ্চারা তো নিজেরাই চিন্তা করে করে অসুবিধাজনক অবস্থা তৈরী করে । কিন্তু যদি স্মৃতি স্বরূপের সংস্কার উদ্ভব(ইমার্জ) করা হয় তাহলে সমর্থ হয়ে যাবে ।

স্লোগান :- সর্বদাই নিশ্চিন্ত স্থিতির অনুভব করতে হলে আত্ম-চিন্তন আর পরমাত্ম-চিন্তন করো।